সংবেদনে অন্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা পরীক্ষিত হতে পারে, যেমন স্পর্শেন্দ্রিয় দ্বারা সংগৃহীত সংবেদনকে চক্ষুরিন্দ্রিয় দ্বারা নিশ্চিত করা যায়। সুতরাং সংবেদনকে কল্পনা-প্রসূত বা অবাস্তব বলা যায় না।

এইভাবে সংবেদনমূলক ধারণার মাধ্যমে বাহ্যবস্তুর অনুমান করা গেলেও সেই বস্তু সম্পর্কেও আমাদের কোন জ্ঞান সম্ভব হতে পারে না, কেননা আমাদের অপরোক্ষ অনুভবের বিষয় হল ওগুলি সরল ধারণা, এই ধারণার অন্তরালে বাহ্য বস্তুটি যে কি তা আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব না, এইজন্য লক্ বাহ্য দ্রব্যের অস্তিত্বের অনুসন্ধান করলেও তাকে জ্ঞানসম্মত বলেন নি। সুতরাং লক্-এর মতে, সত্যতার মাত্রা বিচারে সংবেদনমূলক জ্ঞান সর্বোচ্চ-মানের জ্ঞান, কিন্তু সংবেদনমূলক জ্ঞান যেহেতু সম্ভাবনা স্তরকে অতিক্রম করতে পারে না, অর্থাৎ এই জ্ঞান নিশ্চিত জ্ঞান নয়, এইজন্য লক্-এর মতে এই জ্ঞান সর্বনিম্ন-মানের জ্ঞান।

সমালোচনা ঃ- প্রথমত, লক্-এর জ্ঞানতত্ত্ব তাঁর অভিজ্ঞতাবাদ তথা ধারণা-বাদে বিরোধী মতবাদ। লক্-এর অভিজ্ঞতাবাদ অনুসারে অভিজ্ঞতালব্ধ ধারণাই আমাদের সমস্ত জ্ঞানের একমাত্র উৎস। লক্-এর এই অভিজ্ঞতাবাদ সম্মত অভিমতের সঙ্গে তার জ্ঞানতত্ত্বের কোন সঙ্গতি নেই। জ্ঞানতত্ত্বে লক্ বলেন যে, 'দুটি ধারণার মধ্যে আবশ্যিক সম্বন্ধ আবিষ্কার করাই হল জ্ঞান। কেন না ঐ সম্বন্ধ আবিষ্কার করা গেলে আমরা যথার্থ জ্ঞানকে নিছক বিশ্বাস থেকে ভিন্ন করতে পারি।' অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে জ্ঞানের এই অবস্থাটি পূরণ করা যায় না, কেন না আমাদের বিভিন্ন ধারণাগুলি ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা উপর নির্ভরশীল হলেও তাদের মধ্যে আবশ্যিক সম্বন্ধের ধারণাটি ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা নির্ভর নয়; তাকে বুদ্ধির মাধ্যমে লাভ করতে হয়।

দ্বিতীয়ত অভিজ্ঞতাকে জ্ঞানের একমাত্র উৎস বলে মনে করেও লক্ এমন কতকগুলি বিষয়ের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন যাদের সংবেদন অথবা অন্তর্দর্শনমূলক ধারণা আমাদের হয় না, যেমন— দ্রব্যসত্তার, জড়দ্রব্যের, ঈশ্বরের অস্তিত্ব ইত্যাদি, অন্তর্দর্শনে সেগুলি মানসিক বৃত্তির সঙ্গে যেমন— ভাবনা, চিন্তা ইত্যাদি বৃত্তির সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ পরিচয় হলেও তাদের আশ্রয় স্বরূপ যে কোন চেতন দ্রব্যের সাক্ষাৎ আমাদের হয় না, তেমনি আবার, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণগুলির এবং গুণের আশ্রয় বস্তু ইত্যাদিও আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারি না,